ইউনুসের রাজনীতিতে অংশগ্রহন!

-বিপ্লব

আব্জকল জাফরের ইউনুসের ওপর জাতরাগ কমে নি। সম্প্রতি মুক্তমোনায় ইউনুসের বিরুদ্ধে উনি একটা লেখা 'নামিয়েছেন'। উত্তর দেওয়ার দরকার ছিল না-তবু দিচ্ছি, কারণ উনার প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর এক মধ্যযুগীয় বামপন্থি চিন্তাধারার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ লক্ষ্য করলাম। মুনাফা মানেই শোষন, জোচ্চুরি, কৃষ্ণছলনা- এই অচল মানসিক কৃষ্ণগহ্বর বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গকে এখনো ল্যাজে গোবরে চোবাচ্ছে। তাই লিখতে বাধ্য হলাম।

আমার বেড়ে ওঠা— চলছে না চলবে না কালচারের বামপন্থি দই ভাতে। যখন আই আই টিতে ঢুকলাম, সেটা একানব্বই-সমস্থ শিল্প সংস্থার অফিস কোলকাতা থেকে দেশের অন্যত্র চলে গেছে। গঙ্গার দুইধারে টিন ফাটা মরচেদীর্ন কারশেডগুলো ইতিহাস-ট্রেনের কামরায় হকারি, ভিক্ষা করা বন্ধ কারখানার বেকার শ্রমিক তখন বর্তমান। বুকের মধ্যটা ভাঙা কারশেডের দিকে তাকিয়ে দুমড়ে মুরচে উঠতো-উত্তর খুঁজতাম। পেতাম না। পৃথিবীটা তখনো জানা হয় নি।

ব্যবসা ব্যাপারটা বাজে অসৎ চটুল লোকেরা করে এটা ছোট বেলা থেকে মধ্যবিত্ত বঙ্গ সন্তানদের মাথায় ঢোকানো হয়-আমার মাথায়ও ঢোকানো হয়েছে। হ্যাঁ ব্যবসাতে যা হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই মানবিক বা ভদ্র নয়-কিন্তু অসৎ উপায়ে ব্যবসা করে কোন ব্যবসায়ি দীর্ঘ সময় টিকে থাকে? তা কি সম্ভব? ক্রেতাদের কেও অনন্তকাল ঠকাতে পারে? আমি কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অনেক অধ্যাপককে দেখেছি যাদের অধিকাংশ গবেষনাপত্রেই ফলাফল হাতে টানা-ফ্রাব্রিকেটেড। কিন্তু তারা দিব্যি 'আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ' হিসাবে টিকে যান! আমিতো নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলবো একাডেমিকসের থেকে ব্যবসা অনেক বেশী সৎ লোকদের আস্থানা। হোয়াইট কলার কাজ করলেই সবাই ফর্সা হয় না কি!

এবার কাজের কথায় আসি। জাফর উল্লার অভিযোগগুলি একটু খাতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, তার আপত্তি ইউনুস- ধুরি একজন শান্তিতে নোবেল জয়ী ব্যবসাপ্রেমী কেন হবেন! ছোট সময়ের ছোট লোনের জন্য ৩০% সুদ মোটেও বেশী নয় যদি ইনফ্লেশনটা মাথায় থাকে। বড় লোন, বেশী সময়ের জন্য লোন অনেক কম সুদে দেওয়া সম্ভব কারণ সেক্ষেত্রে প্রতিটা লোন প্রতি ব্যাঙ্কের লোকবল কম লাগে। ছোট লোনের জন্য বেশী সুদ না নিলে ডঃ ইউনুস তার কর্মীদের মাইনা দেবেন কি ভাবে আব্জকল জাফর কি সেটা বলে দেবেন? আর যদি বিজনেস ভেঞ্চারের জন্য ডঃইউনুস দরাদরি, তথা রাজনীতি করেই থাকেন আমি আপত্তি দেখছি না। পৃথিবীর সব দেশেই ব্যবসা এভাবেই হয়। উনি চুরিতো করেন নি-ব্যবসার জন্য যা করার তাই করেছেন। আব্জকল জাফর তার একাডেমিক্সের দূরবীন দিয়ে পৃথিবীটা দেখতে চাইছেন-আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি একাডেমিকসের বাইনাকুলার যে পৃথিবীটা দেখা যায় তার অনেকটাই কাল্পনিক।

ইয়াজুদ্দিনের শাসনকালে ডঃ ইউনুস চাইছিলেন দেশে ব্যবসার সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসুক-তার পরিচালিত সমস্ত সংস্থার ব্যবসা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের জন্য ক্ষতির মুখে পড়ুক এটা নিশ্চয় তিনি চাইবেন না। সংস্থার কর্ণাধার হিসাবে কর্মীদের মাইনা দেওয়ার দ্বায়িত্বটা নোবেল প্রাইজের ওজনের থেকেও বেশী-এটা না ভুললেই ভালো হয়।

ডঃ ইউনুসের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বলে নয়। প্রথম আলোয় উনার লেখা এবং চিন্তাধারা পড়ে আমি চমৎকৃত। সব্বাই যখন রাজনীতির পথে বাংলাদেশের সমাধান খুঁজছে উনি বাংলাদেশের ভবিষ্যত দর্শন করেছেন অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক এবং ওয়ারলেস কম্যুনিকেশনের উন্নতির মধ্যে দিয়ে। অপটিকাল নেটওয়ার্ক আমার পি এই চ ডির বিষয় ছিল-আমি আমেরিকাতেও দীর্ঘ সময় এর ওপর কাজ করেছি-ডঃ ইউনুস বিষয়টি নিয়ে এত গভীরে ভেবেছেন দেখে আমি সত্যিই অবাক হই। আসলে বাংলায় বুদ্ধিজীবির বদলে বুদ্ধুজীবি দেখতে আমি এত অভ্যস্থ- তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল এই লোকটার হাতেই বাঙালী জাতির ভবিষ্যত থাকা উচিত।

জী হা-গরীবের প্রতি ভালোবাসা নয়, নতুন প্রযুক্তিই সমাজে পরিবর্তন আনে। ইন্দিরা গান্ধীর গরিবী হটাও শ্লোগানে ভারতের দারিদ্র ঘোচে নি-গ্রামে যেটুকু স্বচ্ছলতা এসেছে তা সত্তরের দশকে উচ্চফলনশীল বীজের আবিষ্কারে। দিল্লীতে গত সপ্তাহে প্রকাশ্যেই ডঃইউনুস জানালেন বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতের সাথে জুড়তে না পারলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যত অন্ধকার। এটা নিয়ে আমি অনেক প্রবন্ধ লিখেছি। আমার কোন সন্দেহই নেই ডঃ ইউনুস এই মূহুর্তে শ্রেষ্ঠ বাঙালী চিন্তাবিদ-এবং বাংলাদেশ তাকে দেশপ্রধানের পদে পেলে, বাংলাদেশের ইতিহাসটাই বদলে যাবে।

রাজনীতি নয়, প্রযুক্তিই উন্নতির সোপান। আমেরিকা এর উজ্জ্বল উদাহরন। গত দশকের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কি? আই টিউন, ওয়াকিপেডিয়া, ইউ টিউব, গুগুল, আকামাই, ক্রেগ লিষ্ট—যা আমাদের সমাজকে আমূল বদলে দিচ্ছে, তার সব কিছু আজো আসছে আমেরিকা থেকে। কারণ মুনাফার লোভ-এবং আরো লোভ এবং নতুন প্রযুক্তির প্রতি ভালোবাসা। আমেরিকার বস্তুবাদি লোভই পৃথিবীতে সব থেকে বেশী পরিবর্ত্তন এনেছে গত একশো বছরে। কারণ এখানকার লোকজনেরা ডঃইউনুসের মতন ভাবেন। সৎ পথে, নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জনই সমাজ পরিবর্তনের মূল ইঞ্জিন।

বামপন্থা সামন্ততান্ত্রিক ধর্মভিত্তিক সমাজকে উন্নত করতে পারে নি-যদিও বক্তব্য রেখেছে অনেক। বাংলাদেশের বামপন্থীদের ইসলামিক ডিগবাজি অনেকেই দেখেছেন-আমি এতে আশ্চর্য্য হচ্ছি না। আসলে বামপন্থার নামে বাংলায় যেটা চলে সেটা লেনিনিজম-যা বস্তুবাদি মার্ক্সবাদ নয়, লেনিনের নিজস্ব দর্শন। আসল মার্ক্সবাদ প্রযুক্তির (উৎ পাদন পদ্ধতির পরিবর্তন) ওপর নির্ভর করে সমাজের বিবর্তন-যেখানে ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশকে ছেঁটে ফেলার কোন সুযোগ নেই। ধনতন্ত্রের বিকাশ না হলে সমাজ থেকে ধর্ম এবং বাকি যা কিছু অপ্রয়োজনীয় আদর্শবাদ আছে (যেমন জাতিয়তাবাদ ইত্যাদি), তা নির্মূল করা সম্ভব নয়। একজন মুসলমান বিক্রেতার কাছে তার কাষ্টমার ভগবান-তা সে কাষ্টমার হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ভারতীয় যাই হোক না কেন। ধনতন্ত্রের ফলে মানুষের প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতার পার্থক্যে হয়তো অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়বে-কিন্তু জাতিগত, ধর্মগত বৈষম্য কমে। একজন মুসলমান ব্যবসায়ী তার অস্তিত্বে প্রথমে একজন বুদ্ধিমান প্রাণী যে লাভ করতে চাইছে - ইসলামিক সত্ত্বা সেখানে প্রথমে স্থান পেতে পারে না। তাই হিন্দুরা তাকে বেশী ব্যবসা দিলে তিনি হিন্দুদের সাথেই থাকবেন-কথাটা একজন হিন্দু ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রেও সত্য। এই ব্যবসামূখী সত্ত্বা আমাদের ধর্ম, জাতিগত বৈষম্যে দূরীকরনে সবথেকে বেশী শক্তিশালী অস্ত্র। আমেরিকার কর্মক্ষেত্রে প্রতিটা মুহুর্ত্তে আমি এটা অনুভব করি।

ডঃইউনুস ধনতন্ত্রের পথে সমাজের উত্তরোন চেয়েছেন-তাই বাংলাদেশের বামপন্থি এবং ইসলামিষ্টদের তিনি চক্ষুশূল। তবে বাংলাদেশের মানুষ তাকে চাইছেন। ডঃ ইউনুস যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হৌন-তা হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের সব থেকে ইতিবাচক ঘটনা।

ক্যালিফোর্নিয়া ২/১৬/০৭